দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 5 3
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

183

৩

25 JUL

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষাই আলো। শিক্ষাই উন্নত জীবনের চাবিকাঠি এবং শিক্ষাই সভ্যতার ধারক ও বাহক। এই বাক্যগুলোতে সবাই নিঃসন্দেহে একমত পোষণ করবেন। বলাবাহুল্য, গোটা দেশের সকল শিক্ষিত এবং বিদ্যার্থীরই বিদ্যার্জনের প্রথম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাইমারী শিক্ষাঙ্গন। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে তাবৎ জ্ঞান-গুণীকেই হাতেখড়ি নিতে হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তা সত্ত্বেও এদেশের মোট ৪৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকংশতে একাধিক সমস্যা বিরাজমান। তন্মধ্যে রয়েছে টেবিল-চেয়ারসহ প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। এছাড়া রয়েছে, কিছু কিছু জটিল অংক, ইংরেজী বিষয় প্রণয়ন। যা শিশুরা সহজে বুঝে উঠতে পারে না। অপরদিকে ছেলে-মেয়েরা শ্রেণী কক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা না পাওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়েই গণটোকাটুকি তথা নকলে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষা দানের ব্যাপারে উদাসীন। অবশ্য সব শিক্ষকের বেলায় এ অভিযোগ প্রযোজ্য নয়। এ সকল কারণে শিশুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

জনৈক কবি বলেছেন, "আনন্দের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেটাই প্রকৃত শিক্ষা।" কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় গ্রামের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই খেলাধুলার কোন উপকরণ নেই। এতে তারা খেলাধুলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে শিশুরা পড়াশোনার একঘেয়েমির দরুন স্বভাবতঃই বিদ্যালয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অপরদিকে, দরিদ্র মধ্যবিত্ত অভিভাবক কঠোর পরিশ্রম করেও আর্থিক টানাপড়েনে ভোগেন। এমতাবস্থায় অভাবগ্রস্ততার মধ্যে সংসার চালিয়ে উর্ধ্ব মূল্যের বই, খাতা, কলম যুগিয়ে ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাতে তারা হিমশিম খায়।

এভাবে প্রাথমিকপর্যায়েই যদি শিশুরা প্রভূত সমস্যায় হোঁচট খায় তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সকল প্রচেষ্টাই পণ্ড হতে বাধ্য। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিশুদের উপর নির্ভর করে একটি দেশের সোনালী ভবিষ্যত। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলেই শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি সম্ভব।

—শাকির উদ্দিন দেওয়ান